ইমামের আবির্ভাব ঃ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, পাহাড়সম ছবর করে, ঘোড়ায় চড়ে দৃঢ় সংকল্প ও সিদ্ধান্ত নিয়ে আসবে ..... তাঁর ঐশী হাতে হীন, নীচ ও জঘন্য লোকদেরকে ধ্বংস করার জন্য তলোয়ার তুলে নিবে। ভাল মানুষের হেদায়তের জন্য তার নূরের ছটা প্রজ্জলিত হবে। আসবে মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে উল্কার উজ্জল ছটার ন্যায়, আসবে অসত্যের ভয়ংকর জঙ্গলের মধ্যে উচ্চতর সত্যের প্রতীক হিসাবে ..... মুহাম্মদ (সাঃ) এর পাগড়ী মাথায়, তার আলখেল্লা পরনে নিয়ে, তাঁর পায়ের জুতা পায়ে দিয়ে, তাঁর কোরআন বুকে নিয়ে এবং আলী (আঃ) এর যুলফিক্কার তার হাতে, যাহ্‌রা (সালাঃ) এর ভালবাসা তার অন্তরে, ইমাম হাসান (আঃ) এর মতো ছবর তার ব্যক্তিত্বে, ইমাম হুসাইন (আঃ) এর মতো সাহসিকতা তার চলনে, ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) এর মত ইবাদতকারীর খ্যাতি নিয়ে, ইমাম বাকের (আঃ) এর মত জ্ঞানের ভান্ডর, ইমাম কাযেম (আঃ) এর মত মহানুভবতা, ইমাম রেযা (আঃ) এর সন্তুষ্টি, ইমাম জাওয়াদ (আঃ) এর ভাবমূর্তি, ইমাম হাদী (আঃ) এর হেদায়ত, ইমাম আসকারী (আঃ) এর শান-শওকত নিয়ে সে আসবে .....

মাথা থেকে পা পর্যন্ত নবুয়ত ও ইমামতের প্রতিচ্ছবি, সমস্ত আম্বীয়ারা তার অস্তিত্বে শামিল, যেমন হযরত আদম (আঃ) এসেছিল মানুষের মনুষত্বকে নূরানীতে পরিণত করতে, যেমন হযরত নূহ (আঃ) কত শতবছর ধরে কত কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করে চামড়ার ব্যাগ পিঠে বহন করেও কাফেরদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র পরিচয় তুলে ধরেছে, যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৌওহীদের ধ্বনি দিয়ে মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করেছে, যেমন হযরত মুসা (আঃ) ফিরাউনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, যেমন হযরত ঈসা (আঃ) মৃত মানুষকে জীবিত করেছে, যেমন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আলেমদেরকে আখেরাতে পরিত্রাণের প্রতি আহ্বান করেছে .....

যখন সে নামায পড়বে চিরন্তন সত্ত্বার প্রকৃত ইবাদাতকারীর প্রতীক স্বরূপ, যখন সে উপদেশ দান করবে তার কথায় আম্বীয়াদের উপর নাযিলকৃত অহীর আওয়াজ ভেসে উঠবে, সে যখন গর্জন করবে শতাব্দীর পুরাতন বিশ্বগুলোকেও নাড়িয়ে ফেলবে, অত্যাচারীদের তলোয়ারের ঝন ঝন শব্দকে চির দিনের জন্য থামিয়ে দিবে, তার কিয়াম যেহেতু কিয়ামতের অংশ দুনিয়ায় কিয়ামতকে প্রজ্জলিত করবে, যেহেতু তার আবির্ভাবের অর্থই হচ্ছে ধার্মিকতার উত্থান সেহেতু দ্বীন ইসলামকেই পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠিত করবে, যেহেতু তার হাতদুটি উর্বর ফলদ্বায়ক গাছের ডাল পালার ন্যায় (অর্থাৎ ইমামতেরই অংশ বিশেষ) জমিন এবং আসমানের মধ্যে যোগ সুত্র স্থাপন করবে (অর্থাৎ পৃথিবীকে এমন আধ্যাত্মিকতায় ভরে দিবে যে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে), যেহেতু তার কথা-বার্তাগুলো আল্লাহ্‌ তা'য়ালার ওহীর মর্যাদার কাছা কাছি তাই ফেরেস্তাদেরকেও মানুষের পাশা পাশি ডাকবে .....

যেহেতু রুখে দাড়াবে ভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বিষয়গুলি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে, যেহেতু মাথা উচু করবে হেদায়তের বিষয়টি কিয়াম করবে, তার কিয়াম হবে ধ্বংসকারীদের ধ্বংস করার জন্য, তার নাম অত্যাচারিদের মৃত্যুর পরয়ানা স্বরুপ, তার শুরুই হচ্ছে খারাপের পতন, তার টিকে থাকাই হচ্ছে সঠিক লোকদের পরিশুদ্ধ হওয়া, অদৃশ্য হচ্ছে এক লম্বা রাতে অত্যাচারীতদের তার অপেক্ষায় থাকা, আর আবির্ভাব হচ্ছে এক নরম সকালে তার ভালবাসাকারীদের নতুন জীবন ফিরে পাওয়া ....

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামিনের ক্ষমতার আধিপত্যকে তার ইচ্ছায় পৃথিবীর বুকে সুস্থিত করবে, মানুষ যে আল্লাহ্‌র খলিফা তার প্রকৃত অর্থকে তাদের সামনে তুলে ধরবে, তাঁর অস্তিত্বই আল্লাহ্‌র সর্ব বৃহত অলৌকিক নিদর্শনসমূহের একটি, তার অন্তর্ধান হচ্ছে অদৃশ্যের ব্যাখ্যাকারী, তাঁর আবির্ভাব

আখেরাতের হচ্ছে উত্তম প্রত্যাশীদের জন্য সু-সংবাদ, তাঁর কিয়াম জিহাদের ও ওয়াদার ব্যাখ্যাকারী, তাঁর ভাষ্য কোরআনের ব্যাখ্যাকারী, তাঁর দৃষ্টি আম্বীয়াদের ভালবাসায় ভরা সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়াদের জন্য .... অবশেষে সেই একমাত্র ভরসা যে দ্বীনের প্রকৃত সৈনিকদেরকে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেবে এবং আম্বীয়াদের রেসালতকে ও তাদের কষ্টকে ফলাফলে পৌছাবে.....

আবির্ভাবের সময় নির্ধারণ ঃ

যেমন আগেই বলেছি ঃ ইমামের চতুর্থ প্রতিনিধি জনাব আবুল হাসান সামারীর ইন্তেকালের পর দীর্ঘমেয়াদী অদৃশ্যের সময়কাল শুরু হয় এবং এখনও পর্যন্ত তা অব্যাহত আছে। ইমামের আবির্ভাব ও কিয়াম আল্লাহ্‌র নির্দেশে এই সময়কালের শেষে হবে। আমাদের পবিত্র ইমামগণও তাদের বিভিন্ন হাদীসে বলেছেন যে ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) আবির্ভাবের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন তাঁর আবির্ভাবের কথা বা তার নির্দেশেই হটাৎ তার আবির্ভাব ঘটবে। যদি কেউ তাঁর আবির্ভাবের ব্যাপারে কোন সময় নির্ধারণ করে তাহলে ধরে নিতে হবে যে সে মিথ্যা কথা বলছে।

ফুযাইল ইমাম বাকের (আঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করেছিল ঃ এই বিশেষ নির্দেশের ব্যাপারে কোন সময় নির্ধারীত আছে কী?

ইমাম তিনবার বলেন ঃ (كَذِبَ الْوَقَّاتُونَ) সময় নির্ধারণকারীগণ মিথ্যাবাদী [১]।

ইসহাক বিন ইয়াকুব জনাব মুহাম্মদ বিন উসমান আ'মরীর মাধ্যমে ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) বরাবরে চিঠি পাঠায়। সেই চিঠিতে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। ইমাম তাঁর আবির্ভূত হওয়ার সময়ের ব্যাপারে এভাবে জবাব দেন ঃ

(وَ اَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَاِنَّهُ اِلَى اللّٰهِ تَعالى ذِكْرُهُ وَ كَذِبَ الْوَقَّاتُونَ)

অতপর, আমার আবির্ভাবের সময় আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামিনের হাতে, আর যারা সময় নির্ধারণ করে তারা মিথ্যাবাদী [২]।

অবশ্য সময় নির্দিষ্ট করা বলতে আবির্ভাবের প্রকৃত সময়কে বুঝানো হয়েছে। এ ধরণের প্রকৃত সময় নিদিষ্ট করাকে পবিত্র ইমামগণও সঠিক কাজ বলে বিবেচিত করেননি। এ কাজটিকে তারা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামিনের একান্ত গোপন বিষয় বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ের প্রতি ইসারা করেছেন যা তার আবির্ভাবের নিকটবর্তী সময়ে ঘটবে এবং তা দেখে অনুভাব করা যাবে যে তার আবির্ভাবের সময় তরান্নীত হয়ে এসেছে।

আবির্ভাবের আলামতসমূহ ঃ

যে সকল রেওয়ায়েতে আবির্ভাবপূর্ব ঘটনাবলীর বিষয়াদী উল্লেখ আছে যা আবির্ভাবের আলমত হিসাবে পরিচিত তার পরিমান অনেক বা বিভিন্ন ধরণের। কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত সমাজের পরিস্থিতির উপর বিশেষ করে আবির্ভাবের পূর্বে ইসলামী সমাজের পরিস্থিতি ও অবস্থার বর্ণনা করেছে এবং অন্য কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েতে যে সকল ঘটনা আবির্ভাবকে তরান্বিত করবে তার বর্ণনা দিয়েছে। অন্যান্য রেওয়ায়েতগুলো বিভিন্ন আশ্চর্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে।

---

[১] গাইবাত -শেখ তুসি, পৃঃ- ২৬১-২৬২।

[২] কামালুদ্দিন, খন্ড- ২, পৃঃ- ১৬০, হাদিস-৪।

এই সমস্ত প্রকার রেওয়ায়েতগুলোকে যদি বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে এগুলোর মধ্যে যে সব প্যাচ বা সংকেত আছে তার প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা বই লেখার প্রয়োজন হবে। যারা এর প্রতি বিশেষ পছন্দনীয় তারা যে বই বা অংশে এ রেওয়ায়েতগুলোকে আলোচনা করা হয়েছে তা ঘাটিয়ে দেখতে পারেন। আমরা এই বইতে কয়েকটি সংকেত যা সহজেই বোধগম্য হয় তার প্রতি আলোচনা করব ঃ

ক) যে সকল রেওয়ায়েত আবির্ভাবের আগেকার অবস্থার বর্ণনা করেছে যেমন ঃ ইসলামী বিশ্বে ও পৃথিবী ব্যাপি জুলুম, অত্যাচার, ফিতনা-ফ্যাসাদ, পাপ ও ধর্মহীনতার প্রভাব বিস্তার হবে ঃ অনেক রেওয়ায়েতে ইমামগণ (আঃ) ইমাম মাহ্দীর (আঃ) পবিত্র কিয়ামের ব্যাপারে ইশারা করেছে এমনভাবে যে "ইমাম মাহ্দী (আঃ) তখনই ক্বিয়াম করবেন যখন পৃথিবী পরিপূর্ণভাবে জুলুম, অত্যাচার, পাপ ও পঙ্কিলতায় ভরে যাবে।" এছাড়া আরও ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। অন্য রেওয়ায়েতে উল্লেখ করেছেন যে ইমাম মাহ্দীর (আঃ) আবির্ভাবের আগে এমনকি একেবারে নিকটতম সময়ে বিশেষ করে ইসলামী সমাজে বিভিন্ন ধরনের পাপ-পঙ্কিলতায় ভরে যাবে যা নিম্নরূপ ঃ

> মদ বা নেশাকর পানীয় অবাধে বেচা-কেনা হবে। সুদ খাওয়ার প্রবণতা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাবে। জেনা, অপছন্দনীয় কাজসমূহ প্রকাশ্যে করা হবে। নির্মম-নিষ্ঠুরতা, অবৈধতা, মুনাফেকী, ঘুস খাওয়া, লোক দেখানো কাজ, বেদয়াত, গীবত, অপরের ক্ষতি করার পরিমাণ বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে। অসচ্চরিত্রতা, বিহায়াপনা, জুলুম-অত্যাচার, যেখানে সেখানে দেখা যাবে। মহিলারা বিপর্দা ও চাকচিক্য কাপড় পরে সমাজে বের হবে। পুরুষেরা মহিলাদের মত, মহিলারা পুরুষের মত পোশাক পরবে এবং একই রকম সাজ-সজ্জা করবে। ভাল কাজে উপদেশ ও খারাপ কাজে বাধা দান করার প্রক্রিয়া উঠে যাবে। মু'মিনিন অপমান-অপদস্থ হবে এবং পাপ ও খারাপ কাজগুলো ঠেকানোর মত শক্তি তাদের থাকবে না। কাফের বা ধর্মহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ইসলাম ও কোরআনের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই থাকবে না। সন্তানরা তাদের পিতা-মাতাকে অসম্ভব কষ্ট দিবে এবং তাদের সম্মান দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। বড়দের সামান্য পরিমাণ সম্মান দেয়া থেকেও তারা অপারগতা দেখাবে। কারো অন্তরে কিঞ্চিত পরিমাণ ভালবাসাও থাকবে না। কেউ খোমস ও জাকাত দিবে না আর দিলেও তা প্রকৃত পথে খরচ হবে না। বহিরাগতরা ও কাফেররা এবং বাতিল লোকজনরা মুসলমানদের উপর আধিপত্যশীল হবে এবং তাদেরকে নিজেদের দিকে নিয়ে যাবে, মুসলমানরা তাদের পোশাক-আশাক, চাল-চলন, ধ্যান-ধরনকে অনুসরণ করে চলবে এবং আল্লাহ্র আইন-কানুনকে বন্ধ করে দিবে .....।
>
> এবং আরও অনেক বিষয় যা আমাদের পবিত্র ইমামগণ (আঃ) তাদের রেওয়ায়েতে উল্লেখ করেছেন[৩]। যা প্রতিটি মানুষ এই ধরনের ঘটনাগুলোর শুরুকে অতীত শতাব্দিতে বিশেষ করে ইরানের ভূ-খন্ডে দেখেছেন। এ দেশের মুসলমানদের ইসলামী বিপ্লব (আশা একটাই যে হয়তো ইমাম মাহ্দীর (আঃ) কিয়ামের সুচনা স্বরুপ হতে পারে) প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের পাপ-পঙ্কিলতার বিরুদ্ধেই হয়েছিল। পাপ-পঙ্কিলতা, ফিতনা-ফ্যাসাদ, ধর্মহীনতা, অসৎ লোকদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা ও অসুভ বিদেশী শক্তিকে সাহায্য করার বিরুদ্ধে সকলেই একযোগে রুখে দাড়িয়েছিল। যার প্রভাব প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে প্রতিটি বিষয়ে দেখতে পাওয়া যায়।

৩। মুনতাহীয়াল আ'মাল,দ্বাদশ ইমামের জীবনি,পৃঃ-১০৬,১০৭, ইসবাতুল হুদাত, খন্ড-৭,পৃঃ-৩৯০-৩৯১, কিফায়াতুল মুওহাদ্দাইন,খন্ড-২,পৃঃ-৮৪২-৮৪৪,রোওযায়ে কাফি, পৃঃ- ৩৬-৪২, বিহারুল আনোয়ার, খন্ড- ৫২, পৃঃ-২৫৪।

আল্লাহ্‌কে অশেষ ধন্যবাদ যে এই দেশের প্রচুর খারাপ জিনিষগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সকলেই জানেন যে পৃথিবীতে বিশেষ করে ইসলামী দেশগুলোতে এ ধরনের খারাপ কাজগুলো এখনও অব্যাহত আছে .....।

খ) যে সকল রেওয়ায়েতগুলোতে আবির্ভাবের আগেকার ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেমন ঃ

১- সুফিয়ানীর উত্থান।

২- সুফিয়ানীর বাহিনীর মাটির তলায় পতিত হওয়া।

এই সংকেতগুলোর প্রতি আমাদের পবিত্র ইমামগণ (আঃ) বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং পরিস্কারভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। যার একটি হচ্ছে সুফিয়ানীর উত্থান। রেওয়ায়েত অনুযায়ী বুঝা যায় সুফিয়ানী হচ্ছে উমাইয়্যা বংশভূত ইয়াযিদ বিন মুআ'বিয়া বিন আবি সুফিয়ান যে অধিকতর খারাপ লোক। তার নাম উসমান বিন আ'নবাসেহ্ সে নবী পরিবার, ইমামত ও তাদের অনুসারীদের সাথে বিশেষ শত্রুতা পোষন করে। লাল বংয়ের চেহারা, গাড় নীল বংয়ের চোখ, মুখে বসন্তের দাগ, দেখতে অপছন্দনীয়, অত্যাচারী ও খিয়ানতকারী। শাম শহরে আবির্ভূত হবে এবং দ্রুত পাচটি শহরকে তার দখলে নিয়ে আসবে। তারপর একটি বড় সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইরাকের কুফা শহরের দিকে আসবে। ইরাকের বিভিন্ন শহর বিশেষ করে নাজাফ ও কুফাতে দারুণভাবে অত্যাচার চালাবে। তার আরেকটি সৈন্য দলকে মদিনার দিকে পাঠাবে। তারা মদিনায় পৌছে মানুষদেরকে সমানভাবে কতল করবে, তাদের অর্থ সম্পত্তি লুটতরাজ করবে। তারপর সেই সৈন্য বাহিনীটি মদীনা হয়ে মক্কায় যাওয়ার পথে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের নির্দেশে মরুভুমির মধ্যে মাটির নিচে তলিয়ে যাবে। সে সময় ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আবির্ভূত হবেন। এই ঘটনার পরে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় এবং মদীনা থেকে ইরাক ও কুফাতে আসবেন। এদিকে সুফিয়ান ইরাক থেকে শাম এবং শাম থেকে দামেস্কে পালিয়ে যাবে। ইমাম একটি বিশাল সৈন্য বাহিনীকে তার পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠাবে। অবশেষে তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে তার দেহ থেকে মাথা আলাদা করা হবে [৪]।

৩- সাইয়্যেদ হাসানীর উত্থান ঃ ইমামগণের (আঃ) রেওয়ায়েত অনুযায়ী সাইয়্যেদ হাসানী শিয়া মাযহাবের একজন বিশিষ্ট লোক। যিনি ইরানের দেইলামী ও কাযভীন শহর থেকে উত্থান করবে। সে একজন খোদাভিরু ও মহানুভব লোক। ইমামত ও মাহ্‌দাভীয়াতের দাবি করবে না। শুধুমাত্র জনগণকে ইমামগণের পদ্ধতিতে ইসলামের প্রতি দাওয়াত করবে। তার এই কাজটি প্রসারলাভ করবে এবং প্রচুর পরিমাণে সঙ্গি সাথীও পাবে। নিজের এলাকা থেকে নিয়ে কুফা পর্যন্ত জুলুম-অত্যাচার ও সকল ধরণের পাপ-পঙ্কিলতাকে উৎখাত করবে। রাজা-বাদশার মতো প্রশাসনীক কার্য্য পরিচালনা করবে। সে যখন তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে কুফাতে থাকবে সে সময় তাকে খবর দেয়া হবে যে ইমাম তার সৈন্য বাহিনী ও সঙ্গি সাথীদের নিয়ে কুফার ধারে কাছে চলে এসেছেন।

---

[৪]। মুনতাহীয়াল আ'মাল,দ্বাদশ ইমামের জীবনি,পৃঃ-১০২,১০৩, গাইবাত-শেখ তুসি,পৃঃ-২৬৫-২৮০, ইসবাতুল হুদাত, খন্ড-৭,পৃঃ-৩৯৮,৪১৮,গাইবাতে নে'য়ামানী,পৃঃ-২৪৭-২৮৩, এবং অন্য রেওয়াত এই বইয়ের ১৪ তম অধ্যায়ে, কিফায়াতুল মুহাদ্দাইন,খন্ড-২,পৃঃ-৮৪১-৮৪২,রোওযায়ে কাফি,পৃঃ-৩১০, হাদিস ৪৮৩, পৃঃ- ৩১০,হাদিস ৪৮৩, বিহারুল আনোয়ার,খন্ড-৫২, পৃঃ-১৮৬,২৩৬-২৩৯।

তখন সে তার বাহিনী নিয়ে ইমামের সাথে দেখা করবেন; ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন যে, সাইয়্যেদ ইমামকে চেনে ও জানে কিন্তু যাতে করে তার সঙ্গি-সাথীরা ইমামের ইমামত ও ফযিলতকে জানতে পারে সে কারণে সে তার পরিচয় গোপন করবে। ইমামের কাছে তাঁর ইমামাতের পক্ষে দলিল চাইবে এবং নবীগণের পক্ষ থেকে যে জিনিষগুলো তাঁর কাছে আছে তা দেখাতে বলবে। ইমাম সে জিনিষগুলোকে দেখাবেন এবং অলৌকিক ঘটনাও ঘটাবেন। সাইয়্যেদ হাসানী ইমামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে এবং তার সঙ্গি-সাথীরাও ইমামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। শুধুমাত্র চার হাজার লোক ব্যতীত আর সবাই ইমামকে মেনে নিবে। ঐ চার হাজার লোক ইমামকে যাদুকার বলে সম্বোধন করবে। ইমাম তিন দিন ধরে তাদের সাথে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় রত থাকবেন। তারপরও যখন তারা তাকে মেনে নিতে রাজী হবে না, তিনি তাদেরকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিবেন। ইমামের নির্দেশে তাদেরকে কতল করা হবে [৫]।

৪- আসমানী ধ্বনী ঃ অন্য আরেকটি আলামত হচ্ছে আসমানী ধ্বনী। এটা এরুপ যে ইমাম মাহ্দীর (আঃ) আবির্ভাবের পূর্বে মাক্কায় বিরাট ভয়ংকর ও স্পষ্ট আসমানী চিৎকার ধ্বনী শোনা যাবে। তাতে ইমামের নাম ও বংশ পরিচিতি তুলে ধরে মানুষের সামনে তাঁর পরিচয় করানো হবে। এই ধ্বনী হচ্ছে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের একটি। এই ধ্বনীতে জনগণকে উপদেশ দান করা হবে তারা যেন ইমামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে যাতে করে তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়। তার বিরুদ্ধে যেন কেউ কথা না বলে বা তার নির্দেশের বিপরীতে যেন কেউ না চলে, যাতে করে তারা বিভ্রান্ত না হয়ে যায় [৬]।

আর ইমামের আবির্ভাবের আগে অন্য আরেকটি ধ্বনী উচ্চারীত হবে তাতে ইমাম আলী (আঃ) ও তার অনুসারীরাই যে সত্য পথের প্রতীক ছিল তার প্রমাণ দিবে [৭]।

৫- ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন এবং ইমাম মাহ্দীকে (আঃ) অনুসরণ করা ঃ

আসমান থেকে ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন এবং নামাযের সময় ইমাম মাহ্দীকে (আঃ) অনুসরণ করা (ইমাম মাহ্দীর পিছনে নামায পড়বেন) এ সকল বিষয় তাঁর আবির্ভাবের সাথে সাথে ঘটবে। এভাবেই বিভিন্ন রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে। নবী আকরাম (সাঃ) তাঁর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমাকে (সালাঃ) বলেছেন ঃ

(وَ مِنَّا وَ اللَّه الَّذى لاَ الَهَ الاَّ هُوَ مَهْدِىُّ هَذه الْاُمَّة الَّذى يُصَلِّى خَلْفَهُ عِيسى بْنُ مَرْيَمَ)

সেই আল্লাহ্ যিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কসম যে, মাহ্দী আমার উম্মতের থেকেই। আর এমনই যে, ঈসা ইবনে মারিয়াম তাঁর পিছনে নামায পড়বে [৮]।

অন্যান্য আলামত বা সংকেত সমুহ বিভিন্ন বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, এ সমস্ত আলামত বা সংকেতের সবগুলোই কী যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই রূপ

৫। মুনতাহীয়াল আ'মাল, দ্বাদশ ইমামের জীবনি, পৃঃ- ১০৩, ১০৪, বিহারুল আনোয়ার, খন্ড- ৫৩, পৃঃ- ১৫,১৬, কিফায়াতুল মুহাদ্দাইন, খন্ড- ২, পৃঃ- ৮৪২,৮৪৩।

৬। মুনতাহীয়াল আ'মাল,দ্বাদশ ইমামের জীবনি,পৃঃ-১০২,গাইবাত-শেখ তুসি,পৃঃ-২৭৪, ইসবাতুল হুদাত, খন্ড-৭,পৃঃ-৪২৪,গাইবাতে নে'য়ামানী,পৃঃ-২৫৭, হাদিস ১৪,১৫ এবং অন্য রেওয়াত এই বইয়ের ১৪ তম অধ্যায়ে, কিফায়াতুল মুহাদ্দাইন,খন্ড-২,পৃঃ-৭৪০, রোওয়ায়ে কাফি,পৃঃ-২০৯-২১০, হাদিস ২৫৫, পৃঃ- ৩১০,হাদিস ৪৮৩, বিহারুল আনোয়ার,খন্ড-৫২, পৃঃ-১৮১-২৭৮।

৭। ইসবাতুল হুদাত, খন্ড- ৭, পৃঃ- ৩৯৯।

৮। ইসবাতুল হুদাত, খন্ড- ৭, পৃঃ- ১৪।

নেবে না প্রয়োজন বোধে তার পরিবর্তনও হতে পারে? -এটা এমন একটা বিষয় যা তার নিজের জায়গায় আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন রাখে। আলামত বা সংকেতসমূহের ব্যাপারে যেভাবে বলা হয়েছে তা হচ্ছে, আলামত বা সংকেতসমূহ দুই ধরণের ঃ (১) নিশ্চিত ও (২) অনিশ্চিত। যা কিছু নিশ্চিত তা অবশ্যই ঘটবে।

অন্য কিছু রেওয়ায়েতে আবার বলা হয়েছে যে, এমনকি নিশ্চিত বিষয়গুলোও প্রয়োজন বোধে পরিবর্তীত হতে পারে। শুধুমাত্র ঐ বিষয়গুলোর পরিবর্তন সম্ভব নয়, যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন ওয়াদা দান করেছেন। আর আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন কখনও ওয়াদার বরখেলাপ করেন না ঃ

(انَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْميعادَ)[৯]

নিশ্চিত যেখানে রেওয়ায়েতের বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন হতে পারে উল্লেখ করেছে সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকে শিয়া মাযহাবের মধ্যে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করবে। এমনই যে সবসময় অপেক্ষায় থাকতে পারবে এবং নিজেকে তৈরী করবে। কেননা সম্ভবনা আছে যে হয়তো আলামত বা সংকেতের কোন খবর নেই অথচ ইমাম আবির্ভূত হয়েছেন।

[৯]। ইসবাতুল হুদাত, খন্ড- ৭, পৃঃ- ৪৩১।